সংবাদ

13 MAR 2008

শিক্ষিকা লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ক্লাস বর্জন চলছে

জগন্নাথ ভার্সিটি অচল
অভিযুক্ত ২ ছাত্র বহিষ্কার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষিকা সুলতানা খানকে লাঞ্ছনার ঘটনায় জড়িত ২ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। বহিষ্কৃত দুই ছাত্রের নাম মো. ইউনুস এবং ইমরান হোসেন। তারা সমাজবিজ্ঞান বিভাগ তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। গতকাল বুধবার আন্দোলনরত শিক্ষকদের এক সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুই ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কারের এ ঘোষণা দেন।

এদিকে শিক্ষিকা লাঞ্ছনার ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে ক্লাস বর্জন ও কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন শিক্ষকরা। পুলিশের গাফিলতির কারণে ঘটনার ৩ দিন পার হলেও এখন পর্যন্ত শিক্ষিকা লাঞ্ছনাকারীদের গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষক ফোরামের নেতারা।

শিক্ষকদের ক্লাস বর্জনের ফলে গতকালও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাশ বা পরীক্ষা হয়নি। সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষক লাঞ্ছনাকারী দুর্বৃত্ত ছাত্রদের গ্রেফতার ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের দাবিতে কালো ব্যাজ ধারণ করে শহীদ মিনারের পাদদেশে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় বাংলা বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করে শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

বেলা ১২টার সময় শিক্ষকরা তাদের অবস্থান কর্মসূচি তুলে নিয়ে কলাভবন অডিটোরিয়ামে এক সমাবেশের আয়োজন করেন। বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান এবং ট্রেজারার প্রফেসর ড. আবু হোসেন সিদ্দিক কালো ব্যাজ ধারণ করে শিক্ষকদের সমাবেশে যোগ দেন। এ সময় শিক্ষকরা দুর্বৃত্ত ছাত্রদের বহিষ্কারের দাবিতে সমস্বরে আবেদন করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি তার বক্তব্যে দুই ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কারের ঘোষণা দেন। তিনি সাধারণ শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার কথা চিন্তা করে শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তবে শিক্ষিকা লাঞ্ছনাকারী ছাত্রদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে শিক্ষকরা ভিসিকে জানিয়ে দেন।

শিক্ষক ফোরাম নেতাদের প্রেস ব্রিফিং : গতকাল সোয়া দুইটায় শিক্ষক সমাবেশ শেষ করে সাংবাদিকদের ব্রিফিং দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক প্রফেসর আবু ইউসুফ এবং মহাসচিব সহযোগী অধ্যাপক কাজী আসাদুজ্জামান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে ওই প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়। প্রেস ব্রিফিংয়ে তারা বলেন, পুলিশের কাছে লাঞ্ছনাকারীদের নাম-ঠিকানা দিলেও এখন পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার করেনি পুলিশ প্রশাসন। এজন্য তারা পুলিশের গাফিলতিকে দায়ী করেন। তারা বলেন, তাদের ক্লাস বর্জন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।